১৭ নভেম্বর, ২০১৬

প্রেসবিজ্ঞপ্তি

নারী ও শিশুদের অধিকার এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইন

আজ ১৭ নভেম্বর, ২০১৬ "নারী ও শিশুদের অধিকার এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইন" শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তারা খসড়া নাগরিকত্ব বিল ২০১৫ সংক্রান্ত একটি মতবিনিয় সভা আয়োজন করার প্রস্তাব রাখেন। তারা আরো প্রস্তাব রাখেন যে, নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রহীন হয়ে যাবার যে ঝুকি সৃষ্টি হয়েছে তা প্রতিরোধ করা প্রয়েজন। সাংবিধানিক অধিকার, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও সনদের সাথে প্রস্তাবিত খসড়া নাগরিকত্ব বিলটির সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

ব্যারিস্টার নাজরানা ইমান, নারী ও শিশু অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব বিল ২০১৫ নিয়ে আলোচনা করেন, পাশাপাশি বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসাক্ষরিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ (যেমন: সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ, শিশু অধিকার সনদ, আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ)- এর সাথে প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব বিল ২০১৫-এর তুলনামূলক আলোচনা করেন।

মতবিনিময় সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন **তাহমিনা রহমান**, কান্ট্রি ডিরেক্টর, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়া, আর্টিকাল ১৯, প্রচলিত আইন সমূহের পর্যালোচনাকে স্বাগত জনিয়ে এবং এর অসংগতিকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, *"নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রচলিত আইন সমূহের প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট সমস্যগুলো নিয়ে যথাযথ দলিল নেই।"*

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি **আয়েশা খানম** বলেন *"আমাদের সংবিধান মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। আমাদের নাগরিকত্ব আইন সমতার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া উচিত।"*

নারীপক্ষের **হাবিবুন্নেসা** নারী ও শিশুদের উপর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের প্রভাব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, *"নাগরিকত্ব আইন আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাথে উতপ্রোতভাবে জড়িত।"* প্রচলিত আইনের কিছু প্রতিবন্ধকতা (বিশেষত দত্তক শিশুদের বিষয়ে) নিয়ে তিনি আলোকপাত করেন। তিনি আরো বলেন, *"প্রত্যেক শিশু একজন পৃথক ব্যক্তি; তার পিতা বা মাতার কোনো প্রচ্ছন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য তার কোনো অধিকার খর্ব করা উচিত হবে না।"*

মাকসুদা আক্তার লাইলি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব বিল ২০১৫ সংশোধন সংক্রান্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এ খসড়া আইন অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তিকে মামলা করার যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা আপসারণ করা এবং প্রস্তাবিত দন্ড হ্রাস করা। তিনি আরো বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি জন্মনিবন্ধন করার ক্ষেত্রে প্রত্যাখাত হয় বা বিলম্বিত হয় তাহলে তার আদালতে যাবার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

সারা হোসেন, ব্লাস্টের অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক বলেন, *"যার যার ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বিশ্বাস নির্বিশেষে আমরা সকলেই সমান; এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব আইন তৈরি হওয়া উচিত। নাগরিকত্বের সাথে পরিচয়ের প্রশ্ন জড়িত এবং এর ফলে আমরা মৌলিক অধিকার লাভের অধিকারী।"*

মতবিনিময় সভায় সমাপনি বক্তব্য প্রদান করেন ব্লাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য এডভোকেট **জেড. আই. খান পান্না**। কোনো জনগোষ্ঠীর সাথে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বারণ করা বৈধ কিনা - এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, *"আমরা এখন আমাদের স্বাধীনতার ৪৫ বছর উদ্‌যাপন করছি। এখন আমাদের অযথা কাউকে বাদ না দিয়ে সবাইকে সংগে নিয়ে এগোনো উচিত।"*

সভায় বক্তারা বলেন, এই আইনের প্রস্তাবনায়, আইনটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বলা নেই। যে কোনো আইন প্রণয়নের পূর্বে মতবিনিময় সভা বা সুপারিশ গ্রহণ করার যে চর্চা রয়েছে তা এই আইনটির খসড়া তৈরিতে অনুসরন করা হয়নি। বক্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব বিল ২০১৫ এর ৩ নং ধারার আলোকে এই আইনটিকে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের রায়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বক্তারা আরো কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষন করেন যেমন: পিতামাতার কোনো কর্মকাণ্ডের ফলে তাদের সন্তানদের জন্মনিবন্ধন কিংবা নাগরিকত্ব লাভের অধিকারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন, প্রস্তাবিত আইন কোনো সংশোধন ছাড়া প্রণয়ন হলে কিছু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যেমন: উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী, প্রবাসী বাংলাদেশী এবং অভিবাসী শ্রমিকদেও অধিকার খর্ব করা হবে।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ব্যক্তব্য রাখেন সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট আমীরুল তুহিন এবং এডভোকেট নাজনীন নাহার; ব্যারিস্টার সাদিয়া আরমান, এডভোকেট খালেদ হোসেন, সেইলস্ এর এডভোকেট জিয়া উদ্দিন, এডভোকেট রেজাউর রহমান লেলিন, নিজেরার করির মিনা সরকার, মহিলা আইনজীবী সমিতির এডভোকেট তাহমিনা খাতুন সহ প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের কর্মী এবং সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশে নাগরিকত্বের বিষয়টি নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ ও বংলাদেশ নাগরিকত্ব সাময়িক বিধান আদেশ, ১৯৭২ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংশোধনী দ্বারা পরিচালিত হয়। এ আইন সমূহ জন্ম ও বংশসূত্রে, অভিবাসন, দেশীয় করণ, বিবাহিত নারীর নাগরিকত্ব ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করে। মিডিয়া রির্পোট অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তে একটি খসড়া 'নাগরিকত্ব বিল, ২০১৫' মন্ত্রীসভা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

বার্তা প্রেরক
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd